লা-তাহযান [হতাশ হবেন না]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ লা-তাহযান - অনুচ্ছেদ সূচি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আয়িদ আল করনী

১২৮. রিযিক তালাশ করুন কিন্তু লোভ করবেন না

সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মাটির কীটেরও খাদ্য যোগান।

“ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী ও দু-ডানায় ভর করে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি তোমাদের মতো এক একটি সম্প্রদায়।” (৬-সূরা আল আন’আম: আয়াত-৩৮)

আল্লাহ আকাশের পাখি ও সাগরের মাছেরও খাবার যোগান-

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

আর তিনিই (সকলকে) খাওয়ান, অথচ তাকে খাওয়ানো হয় না।” (৬-সূরা আল আন’আম: আয়াত ১৪)

কীট, পাখি বা মাছের চেয়ে আপনি মূল্যবান, সুতরাং রিযিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।

আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে তাদের দূরত্বের কারণে দারিদ্রপীড়িত হয়েছে। তাদের কিছু লোক ধনী ও স্বাস্থ্যবান ছিল; কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তারা সালাত ছেড়ে দিয়েছিল এবং তারা বড় বড় গুনাহ করেছিল। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ও তার স্থলে তাদেরকে অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দিয়েছিলেন। ফলে তখন তারা সংকটের উপর সংকট ও মসিবতের উপর মসিবত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

“আর যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে বিমুখ হবে তার জন্য নিশ্চয় এক সংকটময় জীবন রয়েছে।” (২০-সূরা ত্বাহা: আয়াত-১২৪)

“এমনটা এ কারণে যে, আল্লাহ কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে।” (৮-সূরা আনফাল: আয়াত-৫৩)

“আর তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমরা যে পাপ কাজ কর তার ফলেই আসে; এবং তিনি অনেককেই ক্ষমা করে দেন।” (৪২-সূরা আশ শুরা: আয়াত-৩০)

“আর যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে শস্যদান করে সমৃদ্ধ করতাম।” (৭২-সূরা আজ জ্বীন: আয়াত-১৬)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7637

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন